ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৩২৩
আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়ের একান্ত মানববাদ দর্শন
মানব কল্যাণ ও রাষ্ট্র কল্যাণের জন্য : মুখ্যমন্ত্রী

মানুষের মধ্যে যে গুণগুলি রয়েছে তাকে বিস্তৃতভাবে গোটা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় যে দর্শনের উপস্থাপনা করেছেন তা হল একান্ত মানববাদ দর্শন। তিনি তা করেছেন মানব কল্যাণ ও রাষ্ট্র কল্যাণের জন্য। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়ের ১০২তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, একাত্ম মানববাদ দর্শন জটিল হলেও তা মানুষের জীবনে প্রয়োগ করলে সহজতর হয়ে যায়। দীন দয়ালজির মানব দর্শন রচনার মূল অনুপ্রেরণা মানবতাবাদ। মানবসমাজ এবং সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট সরকারকে পৌঁছে দেওয়াই এই দর্শনের মূল ভিত্তি। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগে দেশের আর কোনও প্রধানমন্ত্রী সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে সরকারকে পৌঁছে দিতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে দেশের শাসনভারের দায়িত্ব নিয়ে নরেন্দ্র মোদি প্রথম যে শ্লোগান দিয়েছিলেন তা হল স্বচ্ছ ভারত অভিযান। প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। যদি কোনোও ব্যক্তির জীবনে স্বচ্ছতা আসে তবে তা তার চরিত্র ও আচার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মন্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে, স্বচ্ছতার কারণেই দেশের মধ্যে মানুষের মৃত্যুর হার অনেক কমেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতার পাশাপাশি দীন দয়াল উপাধ্যায়ের মানববাদ দর্শনকে সামাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর কাজ করছেন। জনধন অ্যাকাউন্ট চালু করে গরীবদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয় জনধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে গরীবদের কষ্টার্জিত টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে। এতে দেখা গেছে প্রথম দফায় প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তাকে জাতীয় সড়কের সাথে জুড়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলেন। এরফলে গ্রামের কৃষকরা সহজেই তাদের উৎপাদিত পণ্য শহরে বিক্রি করে লাভবান হতেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে প্রত্যেক গরিবদের পাকা ঘর দেবার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয় প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনার মাধ্যমে গরীবদের পাকা শৌচালয় নির্মাণ, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গরীব মহিলাদের বিনামূল্যে গ্যাস কানেকশন দেওয়া, সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে গরীবদের ঘরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া প্রভৃতি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীজি সরকারকে সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর কাজ করছেন। এছাড়াও গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্য তিনি গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করেছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গরীব পরিবারের সদস্যদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান করা হবে।

****২য় পাতায়*

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীন দয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানববাদ দর্শনকে পাথেয় করেই বর্তমান রাজ্য সরকার কাজ করছে। সরকারকে সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৭০ হাজার গরীব পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাস কানেকশন দিয়েছে। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যে রেগার কাজে গতি বেড়েছে, আরোও বেশী সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীন দয়াল উপাধ্যায়ের জীবনশৈলীর মধ্যে কোনো অহংকারবোধ ছিলনা। তাঁর এই চিন্তাধারা নিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি অবিরাম কাজ করে চলছেন এবং একের পর এক নতুন যোজনা চালু করছেন। প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কাজ করছেন তাতে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস তিনি দীন দয়ালজির স্বপ্ন পূরণ করবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগের প্রফেসর রাকেশ দাস বলেন, দীন দয়ালজি বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্য দিয়ে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন। মূলত যে বিষয়ের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তা হল একাত্ম মানববাদ দর্শন। রাজনীতির মঞ্চ থেকে সমগ্র বিশ্বের উন্নতি হতে পারে এমন একটি দর্শনের উপস্থাপনা করেছেন তিনি। ইতিপূর্বে যে সমস্ত দর্শন রাজনীতির আঙ্গিনায় স্বীকৃত ছিল তা সাম্যবাদ হোক, সাম্রাজ্যবাদ হোক, উদারবাদ হোক কিংবা পুঁজিবাদ এর কোনোও দর্শনই সক্রিয় রাজনীতির দ্বারা প্রতিপাদিত হয়নি। দীন দয়ালজি সক্রিয় রাজনীতিতে কাজ করতে করতে মাত্র ৪টি ভাষণের মাধ্যমে তার এই অদ্ভুত দর্শন প্রতিপাদন করেছিলেন। এই দর্শনকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য দুটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। এক, এই দর্শনের প্রতিপাদনের পৃষ্ঠভূমি, দ্বিতীয়ত দীন দয়ালজি থেকে শুরু করে তার পরবর্তীকালের অন্যান্য চিন্তাবিদদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনুধাবন করা। শ্রীদাস বলেন, ভারতবর্ষের রাজনীতির আঙ্গিনায় দলমত নির্বিশেষে সকলের তখন একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল এই রাষ্ট্র থেকে বিদেশী শাসককে উচ্ছেদ করে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন করা। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ কোন পথে অগ্রসর হবে তার জন্য পন্ডিত দীন দয়ালজি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। পন্ডিত দীন দয়ালজি অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক-র পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন দ্রষ্টা। আমরা কোন পথে চলবো তার সহজ সূত্র তিনি আমাদের বলে গেছেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. অরবিন্দ মাহাতো বলেন, দীন দয়ালজীর জন্মদিবস উদযাপন ত্রিপুরার বুকে এক বিরাট অধ্যায়। এছাড়াও তিনি দীনদয়ালজীর একাত্ম মানববাদ দর্শন ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি বলেন, এই প্রথমবার সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাস্তরে পন্ডিত দীন দয়ালজীর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, র‍্যালী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ডকুমেন্টেশন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাস্তরে।

*****